তারিখ ....16 JAN 2017...
পৃঃ ...৮... কলাম ২ ......

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষিত তরুণরা বেকার থাকিবে কেন

বাংলাদেশের তরুণরা অনেক সম্ভাবনাময়। এই দেশে তরুণদের আধিক্য আমাদের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক। জনসংখ্যাগত এই সুবিধা ও সুযোগ সব সময় আসে না। কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগাইতে না পারিলে আমাদের মধ্যম আয়ের ও উন্নত দেশের স্বপ্ন থাকিয়া যাইবে অধরা। তরুণদের মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যেমন দরকার, তেমনি দরকার তাহাদের কর্মসংস্থানের পথ সম্প্রসারণও। সম্প্রতি একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা প্রণীত 'কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার পর্যালোচনা, ২০১৭' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, দেশের ১৫ হইতে ২৯ বৎসর বয়সী প্রায় ২৫ শতাংশ তরুণ নিষ্ক্রিয়। তাহারা কর্মবাজারে নাই, শিক্ষায় নাই, আবার প্রশিক্ষণও গ্রহণ করিতেছে না। তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি ১০ লক্ষ। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের এই নিষ্ক্রিয়তার হার বেশি। ছেলেরা ২৯ শতাংশ এবং মেয়েরা ২২ শতাংশ নিষ্ক্রিয়। বিশ্বব্যাপী এই ধরনের তরুণদের 'নট ইন এমপ্লয়মেন্ট, এডুকেশন অর ট্রেনিং' তথা নিট নামের একটি সূচক দিয়া চিহ্নিত করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (এসডিজি) পৌঁছাইতে হইলে অবশ্যই আমাদের এই হার কমাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

তরুণদের এই নিষ্ক্রিয়তা উদ্বেগজনক। হয় তাহাদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত রাখিতে হইবে, নতুবা তাহাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত মাসে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) তাহাদের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক সম্মেলনে অনুরূপ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাহাতে দেখা যায়, বাংলাদেশের ১৫ হইতে ২৪ বৎসর বয়সী ৪০ শতাংশ তরুণ নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ এই দুই প্রতিবেদনে একটি সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই প্রতিবেদনের আরেকটি চিত্র হইল, বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার বেশি, যদিও ইহা নূতন কথা নহে। লন্ডনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এক তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতি ১০০ জন স্নাতক ডিগ্রিধারীর মধ্যে ৪৭ জনই বেকার। অথচ ভারত ও পাকিস্তানে এই হার ৩০ জন। তরুণদের এই বেকারত্ব তথা নিষ্ক্রিয়তা অপ্রত্যাশিত।

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি পরিসংখ্যানের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি রহিয়াছে। তাহার পরও তরুণদের বেকারত্ব ও নিষ্ক্রিয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। সরকারি-বেসরকারি একটি চাকরীর জন্য যখন হাজার হাজার, কখনো কখনো লক্ষাধিক আবেদনপত্র জমা পড়ে, তখন এই দুঃসহ পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হয় না। তবে ইহার বিপরীত চিত্রও আছে। অনেক তরুণ আজ চাকরী করার মন-মানসিকতা পরিহার করিয়া চাকরী দেওয়ার জন্য তৈরি হইতেছে এবং নিজেদের উদ্যোগে গড়িয়া তুলিতেছে নানা প্রতিষ্ঠান। এই দেশে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ সেই সম্ভাবনাকে আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। শিক্ষা ও পাসের হার বাড়িবার কারণে সার্বিকভাবে বেকারত্ব বাড়িতেছে। তবে ইহার মোকাবিলায়, বিশেষত উচ্চশিক্ষিত বেকারত্ব দূরীকরণে আলাদা ও সমন্বিত কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন। দেশে বেকার জনগোষ্ঠীর তুলনায় সরকারি চাকরীর সুযোগ খুবই কম। তাই তরুণদের উদ্যোক্তা হইবার প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে চাঙ্গা করিতে হইবে। একদিকে বেকারত্ব সমস্যা যেমন আছে, তেমনি অন্যদিকে শিল্প-কল-কারখানায় দক্ষ লোকের অভাবও বিদ্যমান যাহা পূরণে আগাইয়া আসেন বিদেশি লোকজন। অতএব, কাজের বাজারের চাহিদার সহিত শিক্ষাব্যবস্থাকেও সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন কারিগরি ও বিশেষায়িত শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর জোর দেওয়া।